

স্বাক্ষর  
৩০

## কোচিং সেন্টার



কোচিং সেন্টারগুলো যে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার দুর্দশার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে—এ নিয়ে করণও প্রশ্ন তোলায় কিছু নেই। তারপরও প্রতিদিন এ কোচিং সেন্টার বাড়ছে দেশে। রাজধানী থেকে শুরু করে প্রত্যন্ত এলাকায়ও এখন গড়ে উঠেছে কোচিং সেন্টার। কত বকমের কোচিং সেন্টার যে আছে তা শুনে শেষ করা যায় না। শিশুর হাতে খড়ির জন্য কোচিং, শিশু ভর্তি হবে শিশু শ্রেণীতে সেজন্য কোচিং তার পরে কুলের ছাত্রের জন্য, কুলের নানান শ্রেণীতে ভর্তির জন্য, উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য এমনকি কোচিং সেন্টার হয়ে একটি নির্দিষ্ট ক্লাস অবধিও অনেক সময় পড়াচ্ছে তারা। অর্থাৎ অসিদ্ধিত, অযোগ্যিত

কুলের কাজ করছে। এখন প্রশ্ন আসতে পারে এই সব কোচিং সেন্টার তো আর গোপনে চলছে না। এরা তো আভ্যন্তরীণভাবে তাদের কাজ চালায় না। ওগুলো সবই গড়ে উঠছে সবার সামনে এবং সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে সবাই সেখানে যাচ্ছে, এক ধরনের ফল পাচ্ছে। তাহলে দোষ কি কোচিং সেন্টারগুলোর।

কোচিং সেন্টারগুলোর দোষ কি সেটা দেখার আগে আমাদের এ সত্য স্বীকার করার সময় এসেছে যে, দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা কিছু নিয়ন্ত্রণ করছে কোচিং সেন্টারগুলো। কারণ কোন কোচিং সেন্টারই একজন ছাত্রকে তার বিষয়ে পরিপক্ব করে গড়ে তোলার দায়িত্ব নেয় না। কোচিং সেন্টার একজন ছাত্রকে পাস করার জন্য, পরীক্ষায় ভাল ফল করার জন্য এক ধরনের উত্তরপত্র পড়ায়। ওই উত্তরপত্র জেনে ছাত্র পরীক্ষার হলে যায়, পাস করে। এরপর যা হবার তাই হয়। অর্থাৎ কর্ম ক্ষেত্রে এসে সে তার শিক্ষাকে কোন কাজে লাগাতে পারে না। কারণ কাজ করার মতো কোন শিক্ষা সে গ্রহণ করে আসেনি। তার কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় কেউই তাকে কাজ করার মতো কোন শিক্ষা দেয়নি। আর এ শিক্ষা যে এই প্রতিষ্ঠানগুলো দেয়নি এর মূল কারণ কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের শিক্ষা দানের নীতি থেকে সরে এসেছে। এরা শিক্ষার নীতি হিসেবে কোচিং সেন্টারের নীতি গ্রহণ করেছে। অর্থাৎ ছাত্র কেবল উত্তরপত্র জ্ঞানে এবং সেটা গিবে তারা পাস করবে। আকবর কয়টা মুক্ত করেছিল সেটাই কেবল একজন ছাত্র উত্তরপত্রের মাধ্যমে জানবে কিন্তু সে কখনই জানবে না ওই মুক্তগুলো কোন সামাজিক বাস্তবতায় হয়েছিল, কুলের ফলে সেখানে সমাজ ও রাষ্ট্রে কী পরিবর্তন এসেছিল, অর্থনীতি কোথায় গিয়ে ধাক্কা বেয়েছিল, কীভাবে সামাল দিয়েছিলেন আকবর সেটা। এই না জানার ফলে শিক্ষা তার বাস্তব জীবনে, কাজের জীবনে কোন কাজে আসছে না। অথচ এ শিক্ষাই তার পাবার কথা ছিল।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের এটাই ছিল মূল দায়িত্ব কিন্তু তারা সেখান থেকে সরে গেছেন। এখন শিক্ষকরা এমনভাবে শিক্ষা দেন, প্রশুণ্য করেন সবই ওই কোচিং সেন্টারগুলোকে সুবিধা করে দেয়। এই যে পরিবর্তনটা শিক্ষা ক্ষেত্রে ঘটে গেল এর জন্য কে দায়ী? কোচিং সেন্টারই কেবল বাড়ছে, তাদের পুঞ্জি বাড়ছে কিন্তু শিক্ষা যাচ্ছে রসাতলে, শিক্ষার নামে কেবল উত্তরপত্র মুখস্থ হচ্ছে, এগুলোর কারণ কে হিসেব করবে? বাস্তবে আমাদের এসব কারণ হিসেব করার কেউ নেই। বলা যেতে পারে, দেশের সব থেকে দুই বিভাগটি হলো শিক্ষা নিয়ে চিন্তার বিভাগটি। আমাদের শিক্ষার জন্য বিজ্ঞ হয, চেয়ার আসে টেবিল আসে— তবে যে মানুষটি শিক্ষা দেবেন তিনি আসেন না আর আসে না কী শিক্ষা দেয়া হবে ওই নীতিটি। স্বাধীনতার পরে কুনরত-ই-খোদার নেতৃত্বে একবার তাবা হয়েছিল। কিন্তু দেশের তার স্বাধীনতার নামক রাজনীতিকদের হাত থেকে কেড়ে নেবার পরে সেই শিক্ষা নিয়ে ডাবনাকেও দূর করে দেয়া হয়। দেশের ছাত্ররা আশির দশক অবধি মিছিলে, মিটিংয়ে দাবি করত কুনরত-ই-খোদার শিক্ষানীতি চালু করা হোক। এখন সে দাবিও গেছে হারিয়ে। যার ফলে দেশে এখন আর কোন শিক্ষানীতি নেই। অর্থাৎ বাগান চাষের জন্য এখন আর কোন পরিকল্পনা নেই। এখন গাছ থেকে বীজ পড়ছে আর চারা গজাচ্ছে। বাগানে এ অবস্থা হলে আগাছাই বেশি জন্মায়। দেশের শিক্ষা ক্ষেত্রেও ঘটেছে সেটা। আগাছা জন্মাতে জন্মাতে এখন পুরো বাগানটিই আগাছার দখলে চলে গেছে। অর্থাৎ এখন পুরো শিক্ষা ব্যবস্থাই কোচিং সেন্টারের দখলে। তাদের মতো করেই বাস্তবে সবই চলছে। এখান থেকে বের হয়ে আসার জন্য কোন মাথামোটা বুদ্ধি দিয়ে কাজ হবে না। কুলডোজার দিয়ে কোচিং সেন্টার ভেঙ্গে আর হাতকড়া পরিয়ে কোচিং মালিককে জেলখানায় ঢুকালে বাহবা ছুটেবে, লাডের লাড কিছুই হবে না। এখন থেকে বের হয়ে আসতে হলে যোগা মূটিকে খুলতে হবে-যিনি রাজার পদস্রোতে বসে চামড়া দিয়ে রাজার পা দুটো ঢেকে দিতে পারবেন। রাজার পা ঢাকলেই পা থেকে কুলো চলে যাবে। যোগা শিক্ষানীতি হলে, জ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা চালু হলে এই উত্তরপত্রভিত্তিক কোচিং সেন্টার আপনাই মাথা পড়ে যাবে, রাজ্য থেকে ভাঙন-গিরকই ধুলো দূর হবে, কিন্তু কাজটি করবে কে? আহেন কি কেউ যিনি ডাবেন অভাগা, এ দেশের শিক্ষা নিয়ে